যাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন কর   পরে
সকল ভাল মন্দ জ্ঞাত হইবা। তাহার পর
যোজেস্তা যাইতে ইচ্ছা করিলেই কুক্কুট শব্দ করিল
প্রাতঃকাল হইল   এজন্যে গমন হইল না।

১৮ অষ্টাদশ ইতিহাস।—

চন্দ্রনাম্নী এক স্ত্রীলোক বসির নামা এক জনের সহিত অত্যন্ত প্রীতি করিয়াছিল তাহার কথা।

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গমন করিল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির হইল তখন খোজেস্তা দুঃখিত চিত্তা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেক ও তোতা নিত্য রাত্রিতে বিদায় চাহিতে তোমার নিকট আসি কিন্তু জ্ঞানবাক্য শুনিতে আসি না যে তুমি তাহা কহ। তোতা কহিলেক ও খোজেস্তা তুমি খাতিরজমায় থাক শীঘ্র তুমি তোমার প্রিয়তমের সহিত একত্র হইবা যেমন আরববীয় এক ব্যক্তি প্রথমে দুঃখ পাইয়া শেষে সুখ পাইয়াছিল। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে তাহার ইতিহাস কিরূপ তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরে এক যুবা ছিল তাহার নাম বসির সে চন্দ্রানাম্নী এক স্ত্রীর সহিত প্রেম করিয়াছিল। কএক দিবস পরে চন্দ্রার স্বামী ঐ গুপ্ত কথা জ্ঞাত হইয়া অন্য স্থানে চন্দ্রাকে লইয়া গেল কিন্তু বসির চন্দ্রাকে না দেখিয়া দিবারাত্রি রোদন করিত এক আরবীয় ব্যক্তি বসিরের বৃদ্ধ কালের বন্ধু ছিল। এক দিবস বসির তাহাকে কহিলেক যে আমি চন্দ্রার নিকট এক দিবস যাইতে চাহি যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও তবে গমন করিতে পারি। আরবীয় ব্যক্তি তাহা স্বীকৃত হইয়া দুই জনে একত্রে গমন করিয়া চন্দ্রার বাসার নিকট পঁহুছিয়া এক বৃক্ষের তলে ওতরিয়া বসির সেই আরবীকে চন্দ্রার নিকট প্রেরণ করিলেক। পরে আরবীয় ব্যক্তি চন্দ্রার বাটীতে যাইয়া বসিরের সমাচার চন্দ্রাকে কহিয়া কহিলেক যে রাত্রিতে ঐ বৃক্ষের তলে তুমি যাইবা। পরে রাত্রি হইলে সেই তরুতলে চন্দ্রা বসিরের সমীপে পঁহুছিলে বসির চন্দ্রাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেক যে তুমি অদ্য

সকল রাত্রি এই স্থানে থাকিতে পারিবা কি না?। চন্দ্রা ওত্তর করিলেক যদি আরবীর পুরুষ এক কার্য্য করেন তবে থাকিতে পারি। তাহা শুনিয়া আরবদী জিজ্ঞাসিলেক কি কর্ম্ম?। চন্দ্রা কহিলেক যে যাবৎ আমি ফিরিয়া না যাই তাবৎ আমার এই জামা পরিয়া তুমি আমার বাটীতে গমন করিয়া আমার গৃহের রোয়াকের ওপর বসিয়া থাক যখন আমার স্বামী দুগ্ধপাত্র আনিয়া তোমাকে দিবেন এবং পান করিতে বলিবেন তখন তুমি মুখ দেখাইয়া দুগ্ধপাত্র তাহার হস্তহইতে লইও না তারপর যে কালে তিনি দুগ্ধপাত্র রাখিয়া বাটীর বাহিরে যাইবেন তখন পয়ঃপান করিও। আরবদীয় ব্যক্তি ইহা কবুল করিয়া চন্দ্রার বাটীতে গিয়া সেই রূপ বসিয়া রহিল। চন্দ্রার পতি আলয়ে পঁহুছিয়া দুগ্ধের কটরা আনিয়া আরবদীকে চন্দ্রা জ্ঞান করিয়া দুগ্ধ পান করিতে নানামত কহিলেক কিন্তু আরবদী কোন ওত্তর করিলেক না এবং দুগ্ধ

কটরাও তাহার হস্তহইতে লইল না তখন স্বামী
ক্রোধ করিয়া কহিলেক যে তোকে আমি এত
অনুগ্রহ করি তোর এত বড় স্পর্ধা যে আমার
কথার উত্তর করিস না ইহা বলিয়া এমত চাবুক
মারিলেক যে আরবরীয়ের পৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ এক দাগ
হইল পরে চন্দ্রার স্বামী সেখানহইতে বাহিরে
গেলে আরবরীয় আপন পৃষ্ঠের বেদনাতে কাতর
হইয়া রোদন করিতেছিল। চন্দ্রার মাতা
রোদন শুনিয়া আসিয়া কহিলেক যে এত প্রকার
বুঝাই তথাচ তোমার জ্ঞান হইল না কেন আপন
স্বামীকে প্রেম না করিয়া সর্ব্বদা বসিরের কারন
কাঁদ এবং আপন স্বামীর কথার উত্তর না
করিয়া কেন এত মারি খাইলা ইহা বলিয়া
চন্দ্রার মাতা সে স্থানহইতে যাইয়া চন্দ্রার ভগি
নীকে কহিলেক যে চন্দ্রা একাকিনী বসিয়া
রোদন করিতেছে তুমি তাহার নিকট যাইয়া
তাহাকে নীতি শিক্ষা করাও যেন আর অন্যপুরু
ষকে ভাল না বাসিয়া আপন স্বামীকে প্রেম করে।

পরে চন্দ্রার ভগিনী আসিবামাত্রে আরব্বীয় পুরুষ তাহাকে দেখিয়া পৃষ্ঠের বেদনা ভুলিয়া ঘোমটা হইতে মস্তক বাহির করিয়া কহিলেক যে ও স্ত্রী তোমার ভগিনী আমাকে এই স্থানে রাখিয়া বনিরের নিকট গিয়াছে ইহাতেই চন্দ্রার স্বামী আমাকে আপন পত্নী জানিয়া এতেক প্রহার করিলেক দেখ তোমার ভগিনীর জন্যে আমি এত দুঃখ পাইলাম তোমার উচিত হয় যে আমার সহিত শয়ন কর। কিন্তু এ সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না যদ্যপি প্রকাশ কর তবে তোমার ভগিনী এবং আমি দুর্নামগ্রস্ত হইব। এই কথাতে চন্দ্রার ভগিনী আরব্বীয়ের সহিত শয়ন করিল পরে কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতে আরব্বীয় ব্যক্তি চন্দ্রার নিকট গেল। চন্দ্রা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেক যে কিরূপে তোমার রাত্রি গিয়াছে আরব্বী তাহার স্বামীর কথা সমস্ত কহিয়া আপন পৃষ্ঠ দেখাইলেক কিন্তু তাহার ভগিনীর সহিত একত্রে শয়ন করিয়া যে সুখভোগ করিয়াছিল

তাহা কহিল না। চন্দ্রা সেই পুচ্ছের চাবুকের দাগ দেখিয়া বড় লজ্জা পাইলেক।—

তোতা এই বাক্য সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এক্ষনে গাত্রোত্থান করিয়া প্রিয়তমের নিকট যাও। পরে খোজেস্তা যাইতেছিলে এই কালে কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারন খোজেস্তার গমন হইল না।—

১৭ ঊনবিংশতি ইতিহাস।—

এক সয়দাগরের অশ্ব আর এক জনের অশ্বীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা।—

যে সময় সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগে ওদয় হইল সেই সময় খোজেস্তা ওত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেক ও হে তোতা শুন যদ্যপি আমি বন্ধুর নিকটে গমন করিতে পারি তথাপি তুমি বিদায় না করিলে আমার গমন পরামর্শ নহে কেননা তোমার বুদ্ধিতে প্রত্যয় করি অতএব অদ্য আমাকে তুমি শীঘ্র বিদায় কর। তোতা কহিলেক শুন আমার কর্ত্রী জ্ঞানীব্যক্তিরা মন্ত্রনা ব্যতিরেক কোন কর্ম্ম করে না তুমিও জ্ঞানবতী যদি তুমি বিনা পরামর্শেতে কোন কর্ম্ম কর তবে শেষে মন্দ হইবেক আর সকলে তোমার বুদ্ধির

hastily without reflection

দোষ দিবেক   আর সহসা গমন করিলে
যদি একান্ত কেহ তোমার সহিত শত্রুতা করে
তবে তুমি এই মত উপায় করিবা যেন কোন
উৎপাত তোমাকে না হয় যেমন এক সয়দাগার
তত্রুতা করিয়া কোন উৎপাতগ্রস্ত হয় নাই।
পরে খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে তাহার উপাখ্যান
কি প্রকার তাহা কহ।

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে পূর্ব্ব
কালে এক জন সয়দাগার বড় বুদ্ধিমান ছিল
তাহার এক অশ্ব বড় দুষ্ট ছিল।   এক দিবস
সেই সয়দাগার ভোজন করিতে ছিল ইতিমধ্যে
আর এক জন এক অশ্বীর উপরে আরোহন
করিয়া সেই স্থানে গমন করিয়া অশ্বীহইতে
নীচে নামিয়া আপন অশ্বীকে সয়দাগারের ঘোট
কের নিকটে বান্ধিতে চাহিবামাত্র প্রথম সয়দাগার
তাহাকে নিষেধ করিলেক যে আমার ঘোটকের
নিকটে তোমার অশ্বীকে বান্ধিও না সেই ব্যক্তি
নিষেধ না শুনিয়া তুরঙ্গীকে সেই অশ্বসমীপে

অশ্বীর ওদর চিরিয়া মরিয়া গেল। অনন্তর সেই ব্যক্তি সয়দাগারকে কহিলেক যে তোমার ঘোটক আমার অশ্বীকে নষ্ট করিল কিন্তু অশ্বীর মূল্য তোমার স্থানে অবশ্য আমি লইব। ইহাই বলিয়া কলহ করিয়া কাজীর নিকটে যাইয়া নালিস করিলেক। কাজী তাহার নালিষানুসারে সয়দাগারকে ডাকাইয়া এই সকল কথা জিজ্ঞাসিলেক। কিন্তু সয়দাগার কোন ওত্তর না করিয়া নিরব হইয়া রহিল। তখন কাজী সয়দা

বাল্দিয়া আপনি সয়দাগরের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। পরে সয়দাগর তাহাকে বলিল যে তুমি কেমন মনুষ্য আমার পরিচয় না লইয়া কি রূপে আমার সহিত তুমি ভোজন করিতে লাগিলা সেই ব্যক্তি তাহার কোন ওত্তর করিলেক না তখন সয়দাগর কোন জবাব না পাইয়া তাহাকে বধীর জানিয়া নিরব হইয়া থাকিল। এক মুহূর্ত্তেক পরে সয়দাগরের ঘোটক সেই অশ্বীর ওদরে এমন এক পদাঘাত করিল যে

গারকে বোবা জ্ঞান করিয়া সে ব্যক্তিকে কহিলেক যে সয়দাগার বোবা ইহার কিছু অপরাধ নাই। পরে নালিষকর্ত্তা কহিলেক যে তুমি সয়দাগারকে কি প্রকারে বোবা জানিলা? যখন আমি অশ্বীকে ওহার নিকট বান্ধিতে চাহিয়াছিলাম তখন আমাকে নিষেধ করিয়াছিল যে তোমার অশ্বীকে আমার ঘোটকের নিকটে নিতান্ত রাখিও না এখন বোবা হইয়া কোন ওত্তর করিছে না। কাজী ইহা শুনিয়া কহিলেক যদ্যপি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল তথাপি তুমি তাহার নিষেধ না শুনিয়া কেন তোমার অশ্বীকে ওহার অশ্বের নিকটে বান্ধিয়া ছিলা? অতএব তুমি বড় দুষ্ট এবং মুর্খ যে হেতুক আপনি কথা কহিয়া আপন বিষয়ের প্রমাণ দিলা। ইহাতে সয়দাগরের কোন অপরাধ নাই বৃথা কেন কলহ কর?।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এখন তোমার প্রিয়তমের নিকট

যাও। পরে যোজেস্তা গমন করিতে চাহিলেন এই সময় কুক্কুট শব্দ করিলেক। প্রাতঃকাল উপস্থিত যোজেস্তার গমন হইল না।

২০ বিংশতি ইতিহাস।—

এক স্ত্রীলোক পুরশ্চলা করিয়া এক ব্যাঘ্রের হস্তে হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল ও চন্দ্র পূর্ব্ব দিগহইতে বাহির হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকটে কহিলেক ও তোতা আমার অন্তঃকরনের নিগুড় কথা জাত আছ অদ্য রাত্রিতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীঘ্র বিদায় কর এবং আর যে কিছু কথোপকথন যদি কহিতে হয় তাহা ত্বরিত কহ। তোতা কহিলেক যে শুন আমার কর্ত্রী পুনঃ২ আমি বিবেচনা করিয়া জানিয়াছি যে তুমি সুবোধি বট অতএব আমার নীত বাক্য শুনাতে

তোমার কোন প্রয়োজন নাহি কিন্তু যদি তুমি কোন আপদগ্রস্ত হও তবে প্রবঞ্চনা আরম্ভ করিও যেমত এক স্ত্রী ছলনার দ্বারা ব্যাঘ্র হস্তহইতে ত্রাণ পাইয়াছিল। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সেই ইতিহাস কি প্রকার তাহা বল। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরে এক পুরুষ ছিল তাহার এক স্ত্রী মহতী দুশ্চরিত্রা অপ্রিয় ভাষিণী ছিল এক দিবস সেই পুরুষ সেই স্ত্রীলোকের অপরাধের কারন তাহাকে করাঘাত করিয়াছিল। পরে সেই স্ত্রীলোক বিরক্তচিত্তা হইয়া আপনার দুই সন্তান সঙ্গে লইয়া ভ্রমন করিতেং এক বনমধ্যে পহুছিল ইতি মধ্যে এক ব্যাঘ্রকে দেখিয়া ভয় পাইয়া মনো মধ্যে বিচার করিলেক যে আমি স্বামীর আজ্ঞা না শুনিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি বড় মন্দ কর্ম্ম যদি এই ব্যাঘ্রহইতে কোন আপদ আমাকে না ঘটে তবে পুনর্ব্বার বাটী যাইয়া স্বামীর আজ্ঞাকারীনী হইব। ইহা বিবেচনা করিয়া ছলের দ্বারা ব্যাঘ্রকে

কহিলেন ও ব্যাঘ্র আমার এক কথা শুন। ব্যাঘ্র ঐ স্ত্রীর সাহস দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া প্রশ্ন করিলেক যে কি কথা তাহা কহ। স্ত্রী কহিলেক যে এই গহনে আর এক বড় ব্যাঘ্র আছে সকল চতুষ্পদ জন্তুরা আর মনুষ্যেরা তাহাকে ভয় করে এবং রাজাও অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রত্যহ তিন জন চারিজন করিয়া মনুষ্য তাহার আহারের কারন পাঠাইয়া দেন। অদ্য আমি আমার দুই সন্তান সঙ্গে করিয়া ভ্রমন করিতে২ পথ ভুলিয়া বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিতা হইয়া আপদে পড়িয়াছি এখন কি হইবে? তিন জনে পলাতেও পারি না কিন্তু যদ্যপি সে ব্যাঘ্র আমার দিগকে দেখে তবে রাজার প্রেরিত মনুষ্য বুঝিয়া আমার দিগকে ভোজন করিবেক অতএব তোমাকে বলিতেছি যে তুমি আমার এই দুই বালককে ভক্ষন কর। আমি একাকিনী পলায়ন করি এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র উত্তর করিলেক যে তুমি আমাকে প্রত্যয় করিয়া সমস্ত কথা কহিলা

কোন মতে পরামর্শ নহে যে আমি তোমাকে কিম্বা তোমার বালকেরদিগকে আহার করি এ বিশ্বাসঘাতির কর্ম্ম কেননা তোমরা বড় ব্যাঘ্রের আহার তোমারদিগকে যদ্যপি আমি ভোজন করি তবে আমার পলাইবার স্থান আর কোথাও নাহি যে আমি সেই স্থানে পলাইব। ব্যাঘ্র এই বাক্য কহিয়া আর এক দিগে গমন করিল। তদনন্তর সেই নারী আপন নগরের পথে পথিক হইয়া আপন পরমায়ুর শেষ পর্য্যন্ত স্বামির আজ্ঞাকারিণী হইয়া রহিল।—

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী আপনি গাত্রোত্থান করিয়া আপন প্রিয়তমের নিকটে যাও আর বিলম্ব করিও না। পরে খোজেস্তা যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ইতিমধ্যে চরণায়ুধ শব্দ করিলেক প্রাতঃকাল হইল সে কারন খোজেস্তার গমনের বারি হইল।—

২১ একবিংশতি ইতিহাস।—

এক রাজা এবং তাঁহার পুত্রেরা আর এক মণ্ডুক আর এক সর্প ইহারদের কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গমন করিল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির হইল এই কালে খোজেস্তা বন্ধুর নিকটে গমনের অনুমতি চাহি বার নিমিত্ত তোতার নিকটে গেলেন এবং তোতাকে কহিলেন যে ও তোতা কখন সময় হইবে যে আমি আপন প্রিয়তমের সমীপে পঁহুছিব?। ইচ্ছা করি যাই কিন্তু আপন অদৃষ্ট কি প্রকার ইহা না জানিয়া সহসা গমন করিতে পারি না। তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আমার মনে এই হইতেছে যেন তোমার বন্ধুর সঙ্গে শীঘ্র তোমার সাক্ষাৎ হইবেক কিন্তু যদ্যপি তুমি প্রিয়তমের নিকট পঁহুছ তবে প্রীতের যেং প্রকার ধারা আছে তাহাই করিও যে মত

খালিষ আর খোখালিষ রাজপুত্রের সহিত রহিয়া প্রীত্তের ধারা করিয়াছিল। খোজেস্তা তাহারদের সেই উপাখ্যান তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

যে এক রাজার দুই পুত্র ছিল। যখন সেই রাজা এই সংসারহইতে প্রস্থান করিল তখন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজটুপি আর সিংহাসন লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরম্পরা শুনিয়া একাকী ঐ নগরহইতে বাহির হইয়া এক পুস্করিনীর তটে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে এক ভুজঙ্গ এক মণ্ডুককে আহারার্থে ধরিয়াছে। মণ্ডুক প্রানের ভয়েতে অত্যান্ত ব্যাস্ত হইয়া চেঁচাইতে ছিল সেই কালে অতিবড় দয়ালু কনিষ্ঠ রাজপুত্র দর্শন করিয়া সর্পকে নিষেধ করিলেন যে তুমি এমত কর্ম্ম করিও না। পরে ভুজঙ্গ মণ্ডুককে ত্যাগ করিল মণ্ডুক জলমধ্যে প্রবেশ করিলেক কিন্তু ভুজঙ্গ দাঁড়াইয়া রহিল। তখন রাজপুত্র লজ্জিত

হইলেন যে আমি সর্পের মুখের আহার ত্যাগ করা
ইলাম কিন্তু ভাল করিলাম না। ইহা বিবেচনা
করিয়া কিঞ্চিৎ মাংস আপন শরীরহইতে ছেদন
করিয়া সর্পাগ্রে ফেলিয়া দিলেন সর্প সেই স্বাদু
মাংস দন্তে করিয়া সর্পীর নিকটে লইয়া গেল।
পরে সেই ভুজঙ্গিনী সেই মাংস চাকিয়া সর্পকে
কহিলেক যে হে নাথ এমত স্বাদু মাংস তুমি
কোথাহইতে আনিলা?। সর্প সেই সকল
কথা বিশেষ করিয়া কহিলেক। সর্পী তাহা শু
নিয়া কহিলেক যে ব্যক্তি তোমাকে এত দয়া করি
য়াছে অবশ্য তোমার ওচিত হয় যে তুমি সেই
ব্যক্তির কিছু ওপকার কর। তদনন্তর সর্প
মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া রাজপুত্রের সন্নিধানে
যাইয়া কহিলেক ও রাজপুত্র আমার নাম
মালিম আমি বাঞ্ছা করি যে নিকটে থাকিয়া
নিরন্তর তোমার সেবা করি। রাজপুত্র তাহার
বাক্য স্বীকার করিলেন এবং মণ্ডুক সর্পমুখ
হইতে ত্রাণ পাইয়া মণ্ডুকীর নিকটে পঁহুছিয়া

সমস্ত শরীরে সর্পদন্তাঘাত ক্ষত তাহা দিয়া রুধির পড়িতেছিল এই সকল ভেকীকে দেখাইলেন মণ্ডুকী তাহাই দেখিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেক। মণ্ডুক যে রূপে রক্ষা পাইয়াছিল সেই সমস্ত কথা কহিলেক। পরে মণ্ডুকী তাহা শুনিয়া মণ্ডুককে কহিলেক যে তুমি যাহা হইতে ত্রাণ পাইয়াছ এখন তোমার এই উপযুক্ত হয় যে সেই পুরুষের সেবাতে হাজির থাক। তদনন্তর মণ্ডুক নরমূর্ত্তি ধারন করিয়া রাজকুমারের সন্নিধানে যাইয়া কহিলেক যে আমার নাম মোখালিস আমি ইচ্ছা করি যে তোমার দাসের দের ন্যায় হাজির থাকিয়া তোমার সেবা করি। রাজপুত্র তাহাকেও আপন নিকটে রাখিয়া আপনি তাহারদের দুই জনের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অন্য নগরের মধ্যে পঁহু ছিলেন পরে সেই নগরের রাজা তাহাকে দেখি য়া জিজ্ঞাসিলেন যে কে তুমি কি ব্যবসা কর?। রাজপুত্র কহিলেন যে আমি সীপাই অসুর

তুল্য একশত মনুষ্যের সহিত আমি একাকী যুদ্ধ
করিতে পারি   কিন্তু প্রতি দিন সহস্র মুদ্রা
মাহিনা লইব যখন যে কর্ম্ম আজ্ঞা করিবেন তখন
সেই কর্ম্ম পরিপূর্ণ করিব।   ইহা শুনিয়া রাজা
তাহাকে চাকর রাখিয়া প্রতিদিন এক হাজার টাকা
মাহিনা নিরূপন করিলেন।   অনন্তর রাজপুত্র
প্রত্যহ হাজার তঙ্কা পাইয়া একশত মুদ্রা আপনার
খরচ করিতেন   আর দুইশত আপনার সঙ্গী দুই
জনকে দিতেন ইহা ব্যতিরেক যে কিছু বাঁকি থাকিত
তাহা দান করিতেন।   এক দিবস রাজা মৎস্য
স্বীকার করিতে ছিলেন অকস্মাৎ রাজার অঙ্গুলি
হইতে অঙ্গুরী সরোবরমধ্যে পড়িল   বিস্তর
তত্ব করিলেন কিন্তু অঙ্গুরী পাইলেন না।   তদন
ন্তর রাজা সেই রাজপুত্রকে কহিলেন যে আমার
অঙ্গুরী সরোবরেতে পড়িয়াছে তাহা অন্বেষন
করিয়া আনিয়া দেহ।   পরে রাজপুত্র আপন
সঙ্গের সেই দুই জনকে এই কথা কহিলেন।
তাহারা শুনিয়া কহিলেক যে এ কিছু বড়

কর্ম্ম নহে। ইহা বলিয়া খোআলিষ মণ্ডুকের রূপ ধরিয়া পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া তৎক্ষণেতে অঙ্গুরী জল মধ্যহইতে আনিয়া রাজপুত্রকে সমর্পন করিলেক। রাজপুত্র সেই অঙ্গুরী রাজার নিকটে লইয়া দিলেন। রাজা অঙ্গুরী পাইয়া রাজপুত্রকে অনুগ্রহ অধিক করিতে লাগিলেন। কতক দিবস পরে রাজারকন্যাকে সর্পে দংশিল। চিকিৎসকেরা বহুবিধ মন্ত্র পড়িল ও ঔষধ প্রদান করিলেক কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হইল না এ জন্যে রাজা সেই রাজপুত্রকে কহিলেন যে আমার কন্যাকে ভুজঙ্গ দংশিয়াছে কেহ সুস্থ করিতে পারিলেক না এখন তুমি সুস্থ কর। রাজপুত্র ইহা শুনিয়া ভাবিত হইলেন যে এই কর্ম্ম আমার নহে। তখন খালিষ কহিলেক যে আমাকে সেই কন্যার নিকটে লইয়া যাও এবং কন্যাকে নির্জ্জন স্থানে বসাও। তবে আমি তাহাকে ভাল করিব। রাজপুত্র রাজার নিকটে যাইয়া এই সকল নিবেদন করিলেন যে

মহারাজ তোমার কন্যাকে নির্জ্জন স্থানে রাখুন তবে আমি ভাল করিতে পারি। ইহা শুনিয়া রাজা কন্যাকে নির্জ্জন স্থানে রাখিলেন। পরে খালিষ আসিয়া কন্যার যে স্থানে সর্প দংশিয়া ছিল সেই স্থানে আপন মুখ দিয়া চুষিয়া সকল বিষ ওঠাইয়া লইল। কন্যা তৎক্ষনে সুস্থ হইল। রাজা সেই কন্যাকে রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া জামাতাকে আপন নায়েব করিলেন। পরে খালিষ আর মোখালিষ রাজপুত্রকে কহিলেন যে এখন আমরা বিদায় চাহি রাজপুত্র ওত্তর করিলেন যে বিদায়ের এ কোন সময়। খালিষ কহিলেক তুমি যে সর্পকে আপন শরীরের মাংস দিয়াছিলা আমি সেই সর্প তাহার পর মোখালিষ কহিলেক যে আমি সেই মণ্ডুক যাহাকে তুমি সর্পমুখহইতে ওদ্ধার করিয়াছিলা এখন এই চাহি যে আমরা আপন২ স্থানে যাই পরে রাজপুত্র সেই দুই জনকে বিদায় করিলেন।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি তোমার বন্ধুর নিকটে শীঘ্র য়াও আর বিলম্ব করিও না পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল খোজেস্তার একারণ সে দিবস গমন হইল না।

দ্বাবিংশতি ইতিহাস।—

এক সয়দাগর আপন কন্যা হারাইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল খোজেস্তা তখন তোতার নিকটে যাইয়া ভাবিতা হইয়া বসিলেন। তোতা ইহাই দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে ও কর্ত্রী কেন আদ্য রাত্রিতে ভাবিতা আছ?। খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে গতরাত্রিতে আমার মনে এই কথা উপস্থিত হইয়াছে যে আমার প্রিয়তম সুবোধি কি নির্ব্বোধী ও পণ্ডিত কি মূর্খ তাহা বিবেচনা করিব যদি নির্ব্বোধি হন তবে তাঁহার সহিত বাস করিব না। কেননা মূর্খের আর নির্ব্বোধের সহিত বাসে মৃত্যু হয়। তোতা ইহাই শুনিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি এখন আপন প্রেমির আলয়ে যাইয়া সয়দাগরের কন্যার উপাখ্যান কহিয়া তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা কর

তিনি যদি প্রকৃত উত্তর করিতে পারেন তবে জানিও যে জ্ঞানী বটেন। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কন্যার কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক যে কাবল দেশে ধনবান এক সয়দাগার ছিলেন তাঁহার জোহরা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সকল সহরের ধনবানেরা সেই সয়দাগারের পুত্রীকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিত কিন্তু সয়দাগার সুতা কোন ব্যক্তিকেও স্বীকার না করিয়া পিতাকে বলিলেন যে উপযুক্ত ও বিদ্বান পুরুষকে আমি বিবাহ করিতে চাহি। এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইল। এই রব শুনিয়া এক সহরেতে তিন জন যুবা শাস্ত্রাতে অতিবিদ্বান ছিল তাহারা তিন জন কাবল নগরে আসিয়া সয়দাগারকে কহিলেক যে তোমার কন্যা বিদ্বান স্বামী চাহেন ইহাই শুনিয়া আমরা তিন জন আসিয়াছি আমার দের বিদ্যার পরিচয় লওন এক জন জ্যোতিঃ শাস্ত্রেতে পণ্ডিত যাহা হারায় যে স্থানে থাকে ও

যাহা হইবেক সেই সব কথা কহিতে পারেন। দ্বিতীয় জন শিল্পশাস্ত্রে বড় বিদ্বান এমত কাষ্ঠের অশ্ব নির্ম্মান করিতে পারে যে সে অশ্বোপরে এক ব্যক্তি আরোহন হইয়া যেখানে যাইতে ইচ্ছা করে সেই খানে বায়ুর ন্যায় গতিতে পঁহুছিতে পারে তৃতীয় ব্যক্তি তীরান্দাজীতে অতি ওপযুক্ত যাহাকে বাঁন মারে তাহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে তাহাতে তাহার তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না আমারদের তিন জনের বিদ্যার কথা এই কহিলাম। ইহার মধ্যে যে তোমার কন্যার মনোনীত হয় তাহাকে স্বামী করুন। সয়দাগর ঐ তিন ব্যক্তির গুনের কথা শুবন করিয়া কন্যাকে কহিলেন পরে কন্যা ওত্তর করিলেক যে আমি আপন মনে পরামর্শ করিয়া কল্য ইহার জবাব দিব কিন্তু কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক যে ইহার দের মধ্যে এক জনকে গ্রহন করিব। পরে কন্যা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে ছিল ইতি মধ্যে এক পরী আসিয়া কন্যাকে এক পর্ব্বতের মধ্যে

লইয়া গেল। প্রাতঃকালে সয়দাগার কন্যাকে এত অন্বেষন করিলেন কুত্রাপি না পাইয়া জ্যোতির্জ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে যুবা কহ আমার কন্যা কোথায়? সেই পুরুষ মুহূর্ত্তেক ভাবিয়া সয়দাগারকে কহিলেক যে তোমার কন্যাকে পরীতে লইয়া এক দুর্গ পর্ব্বতে রাখিয়াছে সে পর্ব্বতে মনুষ্য যাইতে পারে না। পরে সয়দাগার সেই শিল্পকারের দ্বারা এক কাষ্ঠের অশ্ব গঠন করাইয়া লইয়া ঐ তীরেন্দাজকে আরোহন করাইয়া সেই পর্ব্বতে প্রেরন করিলেন পরে তীরেন্দাজ দারু ঘোটকে আরোহন করিয়া পবনের ন্যায় গতিতে সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া এক বানেতে পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে সয়দাগারের বাটীতে আনিলেক এবং সয়দাগারকে কহিলেক যে এ কন্যাকে আমি লইব এবং জ্যোতির্জ্ঞ কহিলেক যে আমাহইতে কন্যার সন্ধান হইয়াছে অতএব আমি এ কন্যাকে পাইব শিল্পকারও বলিল যে আমার গঠিত অশ্বে

আরোহন হইয়া সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া কন্যাকে
আনিল এ জন্যে আমি তোমার কন্যাকে পাইব।
এই রূপ তিন জনে বড় বিবাদ আরম্ভ হইল।
তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে
কহিলেন যে এই ওপাখ্যান তুমি আপন বন্ধুকে
জিজ্ঞাসা করিও যে সে কন্যাকে কোন ব্যক্তি
পাইবেক যদি তিনি প্রকৃত ওত্তর করিতে পারেন
তবে তাঁহাকে বুদ্ধিমান জানিবেন ইহাই শুনিয়া
খোজেস্তা কহিলেন যে ও তোতা তুমি আমাকে
অগ্রে এ কথা বল যে সে কন্যা কাহাকে অর্পি
বেক? তোতা ওত্তর করিলেক যে ব্যক্তি পরীকে
বান মারিয়া নষ্ট করিয়াছে সেই ব্যক্তি কন্যাকে
পাইবেক। খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেক যে ব্যক্তি
গননা করিয়া ছিল এবং যে জন ঘোটক নির্ম্মান
করিয়াছিল তাহারা কেন না পায়?। তোতা
কহিলেক যে তাহারা দুই জন কেবল আপন বিদ্যার
প্রকাশ করিয়াছিল তীরেন্দাজ মরন ভয় না
করিয়া অতিবড় ভয়ানক স্থানে যাইয়া বহু

ক্লেশেতে পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে আনিয়াছিল এই হেতুক সেই পাইবেক।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকটে যাও। পরে খোজেস্তা উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন এই কালে কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ নিমিত্তে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।—

ত্রয়োবিংশতি ইতিহাস

এক ব্রাহ্মন বাবলের রায়ের কন্যার ওপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খো জেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকটে যাইয়া তোতাকে কহিলেন ও তোতা আমি তোমাকে জ্ঞানী আর সৎপরামর্শক জানি তুমি অদ্য আমাকে আমার বন্ধুর নিকটে শীঘ্র বিদায় কর। নতুবা যথার্থ কহ যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া গৃহে বাস করি তোতা ইহা শুনিয়া বলিলেক যে নিত্য রাত্রিতে তোমাকে বিদায় দি কিন্তু তোমার কি প্রকার কপাল তাহা কিছু বুঝিতে পারি না। ওচিত হয় যে তুমি অদ্য শীঘ্র আপন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ কর। কিন্তু আমার এক পরামর্শ শুন তবে এ কার্য্যেতে তোমার কোন আপদ ঘটিবেক

বরঞ্চ তোমার লাভ হইবেক যেমন এক ব্রাহ্মন বাবলের রায়ের কন্যার ওপর আসক্ত হইয়া তাহাকে স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়াছিল এবং ব্রাহ্মনের কোন ক্ষতিও হয় নাই। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে সে ব্রাহ্মনের কথা কি প্রকার তাহা আমাকে কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

সুরূপ ও জ্ঞানী এক ব্রাহ্মন ছিল তিনি আপন নগর ও বাটীত্যাগ করিয়া বাবলের রায়ের সহরে পঁহুছিয়া এক দিবস এক ওদ্যানের মধ্যে ভ্রমন করিতেছিলেন এবং বাবলের রায়ের কন্যাও সেই ওদ্যানের পুষ্পের কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে সেই স্থানে আসিয়াছিলেন অকস্মাৎ সেই কন্যার ওপর ব্রাহ্মনের দৃষ্টি এবং কন্যার দৃষ্টিও ব্রাহ্মনের ওপর পড়িল ইহাতেই দুই জন দুই জনকে দেখিয়া পরস্পর অত্যন্ত আসক্ত হইলেন কিন্তু কন্যা আপন বাটীতে যাইয়া ক্ষিপ্তা ও ব্রাহ্মন আপন স্থানে গিয়া পীড়িত হইলেন পরে ব্রাহ্মন সেই

কন্যা পাইবার নিমিত্তে এক চাটকের সেবা করিতে লাগিলেন চাটক ব্রাহ্মনের বহুকালের সেবা আর শুশ্রূষাতে তুষ্ট হইয়া এক দিবস সেই ব্রাহ্মনকে কহিলেন যে তুমি কি জন্যে আমার এত সেবা করিতেছ তোমার যাহা প্রয়োজন থাকে তাহা প্রার্থনা কর আমি তাহাই দিব পরে ব্রাহ্মন কন্যার কারন যে প্রকার পীড়িত হইয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত কহিলেন। চাটক শুনিয়া বলিলেন যে আমি বুঝিয়াছিলাম যে তুমি ধন চাহিবা তাহা না চাহিয়া মনুষ্যের সহিত মিলন করিতে চাহিলা এ আমার অতিসহজ কর্ম্ম ইহা বলিয়া তৎক্ষনাৎ মোহিনীর এক মনি ব্রাহ্মনকে দিয়া কহিলেন যে এই মনির প্রভা যদি স্ত্রী লোকের মুখে রাখে তবে সকলে তাহাকে দেখিয়া পুরুষ জ্ঞান করে যদি পুরুষের মুখের মধ্যে রাখে তবে তাহাকে লোকেরা নিরীক্ষন করিয়া নারী জ্ঞান করে। পরে সেই চাটক আপনি ব্রাহ্মনের বেশ ধারন করিয়া মোহ

নীর মনি সেই ব্রাহ্মনের মুখেতে রাখিয়া
নারীর ন্যায় করিয়া বাবলের রায়ের নিকট যাইয়া
কহিলেন যে আমি ব্রাহ্মন আমার এক পুত্র
ছিল অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া বিদেশে গিয়াছে
এই স্ত্রী তাহার পত্নী ইহাকে কোথায় রাখিয়া
তাহার অন্বেষন করিতে যাইব তাহাই ভাবিতেছি
যদি এই স্ত্রীকে কএক দিবস আপন আলয়েতে
রাখেন তবে আমি পুত্রের অন্বেষনে যাই রায়
অতিদয়ালু ইহা শুনিয়া স্বীকৃত হইয়া কিছু তঙ্কা
দিয়া সেই ব্রাহ্মনকে বিদায় করিলেন এবং ব্রাহ্ম
নীকে আপন কন্যার নিকট পাঠাইলেন। চাটক
ব্রাহ্মনকে এই রূপ ছলেতে রায়ের কন্যার নিকট
পাঠাইয়া রায় দত্তধন লইয়া আপন স্থানে গেলেন
রায়ের কন্যা সেই ব্রাহ্মনীকে যথেষ্ঠ অনুগ্রহ
করিতে লাগিলেন এক দিবস ব্রাহ্মনী রায়ের
কন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন যে ও রায় কন্যা কি কারন
তোমার মুখ আর বর্ন দিনং মলিন হইতেছে
কন্যা প্রথমতঃ ইহাই শুনিয়া আপন বিষয়ের কথা

গোপনে রাখিলেন   কিন্তু ব্রাহ্মণী পুনরায় বলি
লেন   কন্যা তোমার ধারাতে বুঝিতেছি যে তুমি
কোন ব্যক্তির প্রীতে এমত শুষ্ক হইয়াছ   কিন্তু
তুমি কদাচ গোপন করিও না   যদি তোমার গুপ্ত
পীড়ার কথা কহ   তবে তাহার ঔষধ করিয়া
দি।   ইহাই শুনিয়া কন্যা কহিলেন যে আমি
এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার ওপর আসক্ত
হইয়াছিলাম একারন আমার এমন দশা হইয়াছে
ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন এখন যদি সেই ব্রাহ্ম
ণকে দেখ   তবে চিনিয়া সুস্থ হইতে পার ?।
কন্যা কহিলেন যে অবশ্য পারি   তৎক্ষনাৎ
ব্রাহ্মণী মুখে হইতে মোহিনীর মনি বাহির করি
লেন   পরে যেমত পুরুষ ছিলেন   সেই রূপ হই
লেন   তখন কন্যা তাহাকে চিনিয়া আপন
ক্রোড়ে করিয়া হাস্য ও কৌতুক করিতে লাগিলেন
কএক দিবসান্তে রায়ের কন্যা ব্রাহ্মণের সহিত
মন্ত্রণা করিলেন যে চল   আমরা দুই জন এখান
হইতে অন্য দেশে যাইয়া বাস এবং মনোভি

লাস পূর্ন করি। পরে দুই জন এই রূপ পরামর্শ স্থির করিয়া বাবলের রায়ের কন্যা বিস্তর হীন আর বহুমূল্য প্রস্তর আপন পিতার ভাণ্ডারহইতে চুরি করিয়া ব্রাহ্মনকে সঙ্গে লইয়া তাহার পুন য়েতে আপন বাটীহইতে বাহির হইয়া এক রাত্রি এক দিবসেতে পিতার অধিকার ত্যাগ করিয়া অন্য দেশেতে পঁহুছিলেন তাহারা একত্র বাস করিয়া আমোদ আহ্লাদে সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। এত হীন লইয়া গিয়াছিলেন যে দুই জনে যতকাল বাঁচিবেন এতকাল খরচ করিয়া ফুরাইতে পারিবেন না। পরে রায় কন্যার কারন ভাবিত হইয়া বিস্তর অন্বেষন করিলেন কিন্তু কন্যার আর ব্রাহ্মনীর দেখা না পাইয়া বড় দুঃখান্বিত হইলেন।—

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এখন আপন বন্ধুর স্থানে গমন কর তখন খোজেস্তা বন্ধুর নিকট গমন করিতে

উদ্যক্ত হইলেন   এমত সময়ে ঔষা কাল হইল ও চরনাযুরি রব করিতে আরম্ভ করিলেক   এই হেতুক সে দিবস যোজেস্তার গমনের বাধি হইল।

চতুর্ব্বিংশতি ইতিহাস।—

বাবলের রায়ের পুত্র এক কন্যার ওপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে প্রস্থান করিল ও চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির হইল খোজেস্তা তখন বিদায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে ও তোতা এখন আমি প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইয়া প্রথম তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা করি তিনি বুদ্ধিমান বটেন কি না?। যদ্যপি বুদ্ধিমান দেখি তবে তাঁহার সহিত প্রেম করিব নতুবা মনোদুঃখ পাইয়া থাকিব কেননা জ্ঞানিরা বলিয়াছেন যে স্ত্রী লোক আর বালক এবং নির্ব্বোধ এই তিনি প্রকার লোকের প্রনয়েতে প্রত্যয় করা কর্ত্তব্য নহে পরে তোতা শুনিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি এ

সকল পৃকৃত আজ্ঞা করিতেছ কিন্তু তোমার
ওচিত যে অদ্যরাত্রিতে আপন প্রেমির সহিত
সাক্ষাৎ করিয়া কোন ইতিহাস কহিয়া তাঁহাকে
ওত্তর জিজ্ঞাসা কর যদি তিনি তোমার মনো
নীত ওত্তর দেন তবে তুমি তাঁহাকে জ্ঞানী জানিও
নতুবা নির্বোধি জানিও। পরে যোজেস্তা পৃশ্ন করি
লেন যে তাঁহাকে আমি কোন ইতিহাস জিজ্ঞাসা

করিব তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করি
লেক যে বাবলের রায়ের তনয়া এক সময় এক
দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে পূর্নিমার চন্দ্রের
ন্যায়রূপ অতিকৃষ্ণবর্ন কাকপক্ষ যুক্তা মৃগনয়না
বিম্বোষ্ঠী মধ্যক্ষীনা হংস গমনা অতি সুন্দরী এক
কন্যাকে দেখিয়া রায়ের নন্দন তাহার ওপর
আসক্ত হইয়া দেবতার পদতলে মস্তক রাখিয়া
স্তুতি ও অর্থ্না করিয়া কহিলেন ও পরমেশ্বর
যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে তবে তোমার
সাক্ষাতে আপন মস্তক বলি দিব। তাহার পর

সেই কন্যার পিতার নিকটে ঘটকের দ্বারা বাক্য প্রেরন করিলেন যে আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহি। ঘটক এই কথা পিতার নিকটে কহিলেক কন্যার পিতাও তাহাতে সম্মত হইয়া আপন জাতির দ্বারা আর শাস্ত্রমত রায়ের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। পরে রায়ের পুত্র সেই কন্যা সুদ্ধা আপন বাটীতে যাইয়া দুই জনে একত্র থাকিলেন. কএক দিবস পরে কন্যার পিতা কন্যাকে আর জামাতাকে আপন বাটীতে আনিবার নিমিত্তে সম্বাদ পাঠাইলেন। পরে রায়ের নন্দন এই সমাচার পাইয়া সস্ত্রীক হইয়া এবং আপন সভাসদ এক ব্রাহ্মনকে সঙ্গে লইয়া শশুরালয়ে প্রস্থান করিলেন। যখন সেই দেবতার প্রাসাদের নিকট পঁহুছিলেন তখন রায়ের পুত্রের মনে হইল যে আমি এই দেবতার নিকটে কবুল করিয়াছিলাম যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে তবে আমি আপন মস্তক

বলি দিব কিন্তু কন্যা আমাকে বিবাহ করিয়াছে অতএব আমার মস্তক বলি দেওয়া ওচিত। ইহাই বিবেচনা করিয়া রায়ের নন্দন একাকী সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন মুণ্ড ছেদন করিলেন এবং সেই মুণ্ড দেবতার পদে রাখিলেন। তারপর সভাসদ সেই ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে যাইয়া রায়ের নন্দনের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া বড় ভীত হইলেন যে কসলে কহিবেক এই ব্রাহ্মণ কন্যার লোভে রায়ের বালককে নষ্ট করিয়াছে অতএব এখন পরামর্শ এই যে আমিও আপন মস্তক কাটিয়া ফেলি ইহাই স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ আপন শিরঃছেদন করিয়া সেই দেবতার চরনের নিকট পড়িলেন। মুহূর্ত্তেক পরে কন্যা স্বামির বাহির হওনের বিলম্ব দেখিয়া আপনি দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া আপন স্বামির ও ব্রাহ্মণের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে এ কি আপদ পথমধ্যে আমার উপস্থিত হইল যে স্বামির এমত দশা তবে আমার জীবনেতে

আর ফল নাই আমিও আত্মমস্তক ছেদন করিয়া স্বামির সহিত দাহ হইব ইহা বলিয়া আপন মস্তক ছেদন করিতে ওদ্যত হইলেন এই সময়ে সেই দেবতা হইতে এই শব্দ নির্গত হইল যে ও কন্যা তুমি আত্মমস্তক ছেদন করিও না কিন্তু কাটা মস্তক ওহারদের শরীরের সহিত শীঘ্র সংলগ্ন কর তবে ওহারা জীবন পাইবেক কন্যা এই কথা শুনিবামাত্র বড় ব্যস্ত হইয়া স্বামির মস্তক ব্রাহ্মণের দেহেতে আর ব্রাহ্মণের মুণ্ড স্বামির শরীরে সংযোগ করিলেন এবং সংযোগ হবামাত্র দুইজন প্রাণ পাইয়া স্ত্রীর সাক্ষাতে দাণ্ডাইলেন। পরে রায়ের পুত্রের শরীরে আর ব্রাহ্মণের মস্তকে মহা কলহ ওপস্থিত হইল মস্তক বলে আমার পত্নী আমি লইব শরীর কহে এ স্ত্রী আমার আমি পাইব।—

তোতা এই কথা যখন খোজেস্তাকে অবগত করিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী যদি তুমি তোমার প্রিয়তমের বুদ্ধি বিবেচনা করিতে চাহ তবে তাঁহাকে

এই কথা জিজ্ঞাসা করিও যে এ কন্যা কে পাই বেক? তিনি যদি সুবোধ হন তবে যথার্থ বলিতে পারিবেন নতুবা অপ্রকৃত কহিবেন। খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে প্রথম আমাকে কহ যে সে কন্যা কে পাইবে? তোতা কহিলেক যেও কর্ত্রী তবে শুন মস্তক জ্ঞানের স্থান এবং শরীরের প্রধান অতএব বাবলের রায়ের মস্তক যে দেহে আছে সেই দেহ কন্যাকে পাইবেক।

যখন খোজেস্তা এই উপাখ্যান শুনিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এই কারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন রহিত হইল।

পঞ্চবিংশতি ইতিহাস।—

এক নারী শর্করা কিনিতে এক ময়রার দোকানে গিয়া তাহার সহিত রতিকর্ম্ম করিয়াছিল।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা তোতার অগ্রে আসিয়া কহিলেন যে ও তোতা অদ্য আমি বন্ধুর নিকট শীঘ্র গমন করিতে ইচ্ছা করি তুমি বিস্তর বিলম্ব করিও না. শীঘ্র বিদায় কর অদ্য বন্ধুর নিকট গমন করিয়া যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিলন করি আর তিনি যদি আমার ওপর ক্রোধ করিয়া কিছু কহেন তবে আমি লজ্জা পাইব এবং সে সময় তাঁহাকে সে কথার ওত্তর কি করিব তোতা আমি ইহাই সর্ব্বদা ভাবিতেছি। তোতা ইহা শুনিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি কিছু

ভাবনা করিও না কেননা স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত বক্তা এবং অনেক প্রকার ওজর করিতে পারে আমি নারিরদের বিস্তর ওজর শুনিয়াছি এবং সে সব ওজর অতিপসন্দ করিয়াছি যদি তুমি কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর তবে আমি সে কথা কহি। এক স্ত্রী ছলেতে উপপতি করিয়াছিল তাহার স্বামী কোন মতে জানিতে পারে নাই তাহার কথা বলি শুন। পরে খোজেস্তা তোতার এই কথা শুনিয়া কহিলেন যে ও তোতা আমি অবশ্য এ কথা শুনিব সে কথা কি প্রকার তাহা তুমি কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ করি লেক। —

যে এক জন পুরুষ আপন স্ত্রীকে শর্করা ক্রয় করিবার কারন কিছু কড়ি দিয়া বাজারে পাঠাইয়াছিল সেই স্ত্রী বাজারেতে এক ময়রার দোকানে উপস্থিতা হইয়া এক সের শর্করা ক্রয় করিয়া আপন চাদরের অঞ্চলে পুটুলি বান্ধিলেক পরে ময়রা সে স্ত্রীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়া আপন মনের কথা তাহাকে অতি স্তবের দ্বারা কহিতে লাগিল এবং সে নারী শর্করা বিক্রয়ির মিনতিতে ভুলিয়া সম্মত হইল পরে ময়রা সে নারীর চাদর চিনির পুঁটুলি সুদ্ধা আপন দোকানে রাখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপন বাটীর মধ্যে গেল সেই সময় ময়রার চাকর ঐ চাদর হইতে চিনি খুলিয়া লইয়া তাহাতে বালুকা বান্ধিয়া রাখিলেক যখন সে স্ত্রী বাটীর মধ্যহইতে বাহির হইয়া চাদর ওঠাইয়া গাএ দিয়া স্বামির নিকটে পঁহুছিল তখন স্বামী পুঁটুলি খুলিয়া বালুকা দেখিয়া স্ত্রীকে কহিলেক যে তুমি আমার সহিত কৌতুক করিতেছ কেননা শর্করা কিনিতে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা না আনিয়া আমার জন্যে বালুকা আনিয়াছ। সে স্ত্রী ভাবনা না করিয়া কহিলেক যে কালে বাটীহইতে বাহির হইলাম সেই কালে এক গো আমার সম্মুখে দৌড়ে আইল আমি পলাইতে চাহিলাম কিন্তু কড়ি সুদ্ধা ভুমিতে পড়িয়াছিলাম সেই স্থানে অনেক

লোক ছিল তাহারদের সাক্ষাতে কড়ি বাচিতে লজ্জা হইতে লাগিল একারন সেই ভুমির বালুকা তুলিয়া আনিয়াছি কড়ি সকল ঐ বালুকার মধ্যে থাকিবেক। স্বামী ইহাই শুনিয়া বালুকাতে অন্বেষন না করিয়া স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন যে ও প্রিয়া এ অল্প বিষয় যদি কড়ি হারাইয়া ছিল কেন এত ব্যামোহ পাইয়া বালুকা বান্ধিয়া আনিয়াছ। সেই স্ত্রী লোক শীঘ্র এই কথা স্বামীকে কহিয়াছিল এই হেতু তাহার পতি বিরক্ত না হইয়া পত্নীকে অনুকুল হইল।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এক্ষনে তোমার প্রিয়তমের নিকট যাও যদি তিনি ক্রোধ করেন তবে শীঘ্র তুমিও ভাল উত্তর করিতে পারিবা। তোতার এই সব বাক্যেতে খোজেস্তা খাতিরজমা হইয়া চর্ম্ম পাদুকা পদে দিয়া গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে উদ্যত এই সময়ে কুক্কুট ডাকিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারন খোজেস্তার সেদিবস গমন হইল না।

২৬ ষড়বিংশতি ইতিহাস।

এক রাজা এক সয়দাগরের কন্যা গ্রহন করেন নাই তাহার কথা।

যখন সুর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বড় লজ্জিতা হইয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আমার মনের কথা শুন জ্ঞানবানেরা কহিয়াছেন যে নারী লজ্জান্বিতা নয় সে নারী অন্যং স্ত্রী লোকেরদের হইতে মন্দ হয় অতএব এখন আমি পরপুরুষের নিকট না যাই আপন বাটীতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি কেননা এ সকল নির্লজ্জের ব্যাপার। তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী যাহা আজ্ঞা করিতেছ তাহা প্রকৃত বটে কিন্তু এই ভয় করি যদি সহিষ্ণু হইয়া থাক তবে পাছে রাজারন্যায় কষ্ট পাও এবং পীড়িতা হও। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে

রাজার কষ্টের কথা কিরূপ তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

এক নগরে এক সয়দাগার তাহার প্রচুর ধন সামিগ্রী তুরঙ্গ হস্তী এবং এক সুন্দরী কন্যা ছিল সে কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা দেশে বিদেশে প্রকাশ হইয়া সেই২ দেশীয় সল্লোকেরা ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার আকাংক্ষাতে সয়দাগারের নিকট আসিয়া বহুবিধ স্তব করিলেন কিন্তু সয়দাগার এ কথাতে সম্মত হইলেন না। যখন কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইল তখন এক দিবস সয়দাগার এক লিপি সেই দেশের রাজার নিকট পাঠাইলেন যে আমার কন্যা অতিসুন্দরী চন্দ্রবদনা মৃগনয়ানা অতি কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলযুক্তা গজেন্দ্রগমনা তাহার অমৃতের ন্যায় ভাষা শুনিয়া পক্ষীরা অজ্ঞান হইয়া মুগ্ধ হয় কন্যা রাজ্ঞীর ওপযুক্তা যদি মহারাজা অনুগ্রহ করিয়া গ্রহন করেন তবে আমার বড় পৌরুষ আর সম্মান বৃদ্ধি হয়। রাজা এই পত্র পড়িয়া এবং তম্ভ প্রমুখাৎ শ্রবন করিয়া তুষ্ট হইয়া মনে বিচার

করিলেন যখন যে ব্যক্তির পুাক্তন ভাল হয় তখন সে ব্যক্তির সকল উত্তম বস্তু আপনাহইতে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। ইহাই বুঝিয়া আপনার বিশ্বস্ত পাত্র চারি জন ছিল তাহার দিগকে কহিলেন তোমরা সয়দাগরের বাটী যাও যদি সয়দাগরের পুত্রী আমার উপযুক্তা দেখ তবে আমার নিকটে তৎক্ষনাৎ আনিও। তার পর পাত্রেরা সয়দাগরের গৃহে পঁহুছিয়া তাহার কন্যার রূপ নিরীক্ষন করিয়া জ্ঞান হত হইল কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে স্থির হইয়া ঐ চারিজন পরামর্শ করিলেন যদি রাজা এমত সুন্দরী স্ত্রীকে দেখেন তবে ক্ষিপ্ত হইয়া দিবারাত্রি কন্যার নিকটে থাকিয়া রাজকর্ম্মে মনোযোগ করিবেন না অতএব সকল কর্ম্ম নষ্ট হইবেক পাত্রেরা ইহাই ভাবিয়া পুনর্ব্বার রাজ সন্নিধানে আসিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কন্যা অতিসুন্দরী নহে তাঁহার মত বিস্তর স্ত্রী রাজবাটীতে আছেন এই নিমিত্তে আনিলাম না। রাজা পাত্রেরদের কথা

ভ্রমন করিতে যাইতে ছিলেন এই কালে সেই
কন্যা আপনার রূপ লাবন্য প্রকাশ করিয়া আপন
অট্টালিকার ওপরে দাঁড়াইয়া ছিল। রাজা
তাহাকে দেখিয়া আসক্ত হইয়া সেই বাটীর
নিকটস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসিলেন এ কন্যা
কে বটে তাহারা কহিলেক মহারাজ অমুকা
সওদাগরের কন্যা ইহাঁকে কোটালে বিবাহ
করিয়াছে। রাজা এই সমাচার জ্ঞাত হইয়া
সেই পাত্রগনকে ডাকাইয়া কহিলেন যে
তোমরা এমত সুন্দরী কন্যাকে মিথ্যা করিয়া

শুনিয়া কহিলেন তোমরা যে রূপ কহিলে সেই রূপ যদি হয় তবে সে কন্যাকে আমি চাহি না পরে রাজা কন্যাকে বিবাহ না করাতে সয়দাগার মনোদুঃখিত হইয়া কন্যাকে ঐ নগরের কোটা লের সহিত বিবাহ দিলেন পরে কন্যা মনে বিবে চনা করিলেক আমি এমত রূপবতী কিন্তু রাজা আমাকে গ্রহন করিলেন না এ বড় আশ্চর্য্য পরে এক দিবস রাজা কোটালের বাটীর দিগে

আমার নিকট কুকথা কহিয়া ছিলা ইহাতে তোমারদের বড অপরাধি হইয়াছে। অনন্তর পাত্রেরা ওত্তর করিলেক যে শুন মহারাজ আমরা কন্যার অত্যন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝিলাম যদি এ কন্যাকে রাজার নিকটে লইয়া যাই তবে ইহাকে রাজা দেখিবামাত্র রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্ত হইবেন একারন মিথ্যা কহিয়াছিলাম। রাজা পাত্রেরদের এই কথা পসন্দ করিয়া কহিলেন তোমরা এক প্রকার ভাল করিয়াছিলা বটে কিন্তু আমি কন্যাকে দেখিয়া অস্থির হইয়াছি। রাজসমভিব্যাহৃত লোকেরা রাজাকে কহিলেক মহারাজ সে স্ত্রীকে প্রথম কোটালের স্থানে চাহ যদি সে না দেয় তবে বলের দ্বারা লইবেন। রাজা ওত্তর করিলেন যে আমি রাজা এমত কার্য্য আমার করা ওচিত নহে কেননা এ অতি অবিচার আর দৌরাত্ম্য প্রজাকে ও ভৃত্যকে পীড়া দেয়া রাজধর্ম্ম নহে পরে রাজা সেই স্ত্রীর কারন ভাবিয়া২ কএক দিবসের

মধ্যে পীড়িত হইয়া যথোচিত কষ্ট পাইয়া প্রান পরিত্যাগ করিলেন।—

তোতা এই ওপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী আমার পরামর্শ নহে যে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক অতএব এক্ষনে তুমি ওঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ কর যদি সাক্ষাৎ না কর তবে তুমি রাজার ন্যায় পীড়াতে কষ্ট পাইবা পরে খোজেস্তা গমন করিতে ওদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।—

২৭ সপ্তবিংশতি ইতিহাস।—

এক রাজা এক মুণ্ডিককে সেনাপতি কর্ম্মেতে চাকর রাখিয়াছিলেন শেষে তাহাহইতে যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল না। তাহার কথা।—

যে কালীন দিবাকর পশ্চিমদিগে গমন করিল সেই কালীন যোতেন্দ্রা নেত্রজলে পরিপূর্ণিতা এবং সমূহ দুঃখিতচিত্তা হইয়া তোঁতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন যে এক জন আরব্বী ব্যক্তি এক ভাগ্যবানের নিকট যাইয়া কহিলেন যে আমি মক্কা যাইব। ইহা শুনিয়া সেই ধনবান উত্তর করিলেক যে শুন আরব্বী যে জনের কিছু মুদ্রার সঙ্গতি নাই তাহার মক্কা যাওয়া উচিত নহে কেননা ঈশ্বর এমত গরিব লোক কে কখন মক্কায় যাইতে দেন না। আরব্বী কহিলেক যে ইহার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে আমি

জ্ঞানিরদের কার্য্যের ওপকার হয়। পরে যোত্তে স্ত্রী তোতাকে কহিলেন তবে এমত জ্ঞান বাক্য শুনাও যে তাহাতে শীঘ্র আমার কার্য্যের ওপকার হয় অদ্যরাত্রে বড় অন্ধকার হইয়াছে এ নিমিত্তে একাকিনী যাইতে শঙ্কা করিতেছি ইচ্ছা করি আমি এক জন দাসকে সঙ্গে লইয়া যাই। তোতা ওত্তর করিলেক যে দাসেরা বড় তুচ্ছ লোক তাহারদের হইতে এ সব গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবেক কদাচ গোপনে থাকিবেক না।

তোমার স্থানে আসি নাই   কেবল কিছু মুদ্রা যাচঞা করিতে আসিয়াছি। ও তোতা তদ্রূপ আমিও কিছু তোমার স্থানে উপন্যাস আর নীতি বাক্য শ্রবন করিতে আসি নাই   কেবল বিদায় চাহিতে আসিয়াছি। পরে তোতা উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী আমার কথায় তুমি চিত্তে ক্ষোভিতা হইও না   কেননা পৃথিবীর মধ্যে তুমি বুদ্ধিমতী এ কারন তোমাকে ইতিহাস শুনাই   যে তোমার উপকার হইবেক   কেননা জ্ঞানের কথা শুনাইলে

অতএব দাসকে সঙ্গে লওয়া ওচিত নহে কেননা বুদ্ধিমানেরা নীচ লোকেরদিগকে প্রত্যয় করেন না তাহার কারন এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি ওত্তম কর্ম্ম করিতে পারে না। যেমত এক শৌণ্ডিককে রাজা প্রত্যয় করিয়া কোন বড় কার্য্য করিতে ভার দিয়াছিলেন সেই শৌণ্ডিক ভয় পাইয়া সে কার্য্য না করিয়া আপনার অক্ষমতা ও তুচ্ছত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ও তোতা সে কথা কিরূপ তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক দিবস এক শৌণ্ডিক মদিরা পানেতে মত্ত হইয়া কুজা আর বোতলের ওপর পড়িয়া তাহার গাত্রে স্থানে২ ক্ষত হইয়াছিল কিছু দিবসের পর সে সকল ক্ষত শুষ্ক হইয়া ভাল হইল কিন্তু সকল গাত্রে তলোয়ারের চোটের ন্যায় চিহ্ন থাকিল। অকস্মাৎ সেই শৌণ্ডিকের দেশেতে বড় দুর্ভিক্ষ্য হইল একারন শৌণ্ডিক চাকরির